ক নং প্রশ্নের উত্তর :

পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা : পৌরনীতি হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ মাত্র। এর অর্থ যথাক্রমে citizen বা নাগরিক ও City State বা নগররাষ্ট্র। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। তখন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন আবর্তিত হতো। অন্যদিকে রাষ্ট্র ও এর কার্যাবলি সম্পর্কিত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে গ্রিসে নাগরিক কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভাবন হয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Republic' এ নাগরিক, নাগরিকের শ্রেণিবিভাগ এবং সমাজ সম্পর্কে আলোচনায় পৌরনীতির আভাস লক্ষ্য করা যায়। এরিস্টটল তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The politics" গ্রন্থে পৌরনীতির বাস্তবভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন।

আধুনিককালে পৌরনীতি আলাদা বিষয় হিসাবে পরিচিতি পেতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা বিশ্বাস করতেন শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংগঠিত করেই গণতন্ত্রকে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

বিশ্বে যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের জ্ঞান, দক্ষতা

এবং মূল্যবোধের উপর। এজন্য তারা উত্তম নাগরিকতা শিক্ষাদানের জন্য এবং উত্তম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য স্কুল কারিকুলামে পৌরনীতি বিষয়টি যুক্ত করেছেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলা সুশাসন প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Good Governace। সুশাসন প্রত্যয়টির ব্যবহার খুব বেশিদিনের নয়। সুশাসনের ধারণা প্লেটোর লেখনীতে পাওয়া যায়। এরিস্টটল বলেছিলেন, সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য। তিনি আরো বলেছিলেন, প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উপায়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র টিকে আছে উন্নত জীবন অব্যাহত রাখার জন্য। এরিস্টটল তার সংবিধানের আলোচনার মাধ্যমেও সুশাসনের বিষয়টি তুলে ধরেন। সুশাসন বলতে আইনের শাসন, জনবান্ধব, প্রশাসন, যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনকে বুঝিয়েছেন। পরবর্তীতে টমাস হবস, জন লক ও জ্যঁ জ্যাক রুশোর রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত চুক্তি মতবাদে সুশাসনের প্রতিফলন দেখা যায়।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি : পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক। পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

* নাগরিকতা বিষয়ক : পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য। এটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সচেতনতা, সুনাগরিকতা, নাগরিক অর্জন ও বিলোপ, নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, সুনাগরিকের গুণাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

* মৌলিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত : মানবসভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হলো আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। কালের বিবর্তন দ্বারায় পরিবারের সম্প্রসারণ হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি ও সুশাসন পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলি প্রভৃতি মৌলিক প্রতিষ্ঠান পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

❀ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা : পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্র, সরকার ধারণা, উৎপত্তি, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, রাষ্ট্রের উপাদান, রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, সংবিধান, সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, জনমত, জনমতের বাহন, নির্বাচকমন্ডলী, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

❀ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে : পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আইন, আইনের উৎস ও প্রকৃতি, আইন ও নৈতিকতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার প্রকৃতি, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, সাম্য ও স্বাধীনতা, সাম্যের প্রকারভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

❀ রাজনৈতিক ঘটনাবলি : পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে। যেমন বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন,

Scanned with CamScanner

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি রাজনৈতিক পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করে।

❸ সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা: পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের সুশাসনের বহুমাত্রিক ধারণা পাওয়া যায়। সুশাসনের ভিপাদান, সুশাসনের সমস্যা, সমস্যার সমাধান, সুশাসনের সমস্যা সমাধান করে বা সরকার ও জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

❹ নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে: পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের বর্তমান স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের আদর্শ ও স্বরূপের ইঙ্গিত প্রদান করে।

❺ নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে আলোচনা:
পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয় সংস্থার যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি গঠন, ক্ষমতা ও

কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের জাতীয় বিষয় যেমন: স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন জাতীয় নেতার অবদান, দেশ রক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা, রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে ও পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বর্তমান সময়ে সুশাসন ও গভর্নেন্স নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন আধুনিক নাগরিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

Scanned with CamScanner

গনং প্রশ্নের উত্তর:

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য: সুশাসনের মৌলিক ও প্রাথমিক চরিত্র হচ্ছে সুশাসনের আওতায় সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায় পরায়ণভিত্তিক ও অহিনের শাসনের প্রতি কর্তৃহীনভাবে অনুগত। সুশাসনের এই চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

(ক) অংশগ্রহণ: নারী পুরুষ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে বর্তমানকালে প্রত্যক্ষভাবে সকলে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণে পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যম হচ্ছে বিধি প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(খ) অহিনের শাসন: সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অহিনের শাসন। সুশাসনের জন্য এমন অহিনগত কাঠামোর উপস্থিতির প্রয়োজন যা অহিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখে।

Scanned with CamScanner

(গ) স্বচ্ছতা : সাধারণভাবে স্বচ্ছতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে অহিনসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বোঝায়। কেবল তাই নয়, স্বচ্ছতা দ্বারা এটিও বোঝানো হয় যে, অহিনসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হবে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহ অবাধ করা এবং তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা। এ কথার অর্থ হচ্ছে তথ্য প্রবাহ যেন সকল স্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছায়।

(ঘ) সংবেদনশীলতা : সংবেদনশীলতা হচ্ছে শাসনযন্ত্রের এমন দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য যার মাধ্যমে জনসাধারণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য সকল বৈধ প্রয়োজন ও দাবী-দাওয়া যথাসময়ে পূরণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ যথাসময়ে সাড়াদানে প্রস্তুত থাকাটাই সংবেদনশীলতা।

Scanned with CamScanner

(৬) ঐকমত্য : যেকোন রাষ্ট্রেই নানা মত ও স্বার্থের পরিস্থিতি বিদ্যমান। এই সব মত ও স্বার্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক ঐক্য ধরে রাখা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ সমন্বয় সাধন কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল অংশ লাভবান হয়। এভাবে মত ও স্বার্থের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক একরূপতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৮) জবাবদিহিতা : সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহই নয় বরং ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজের সংগঠন-সমূহ ও তাদের অংশীদারদের নিকট এবং সার্বিকভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহি করবে। এরূপ দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা ও অহিনের শাসন ছাড়া সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner

পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ :

পৃথিবীর যেকোনো দেশের সরকার সব সময়ই প্রত্যাশা করেন যে, তাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক। চিন্তন শাসন সংক্রান্ত চিন্তার সংক্রান্ত বা বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমানের সুশাসন সংক্রান্ত ধারণা। এক কথায় বলা যায়, বর্তমানে সুশাসনের ধারণাটি সময়ের বিবর্তনে গড়ে উঠা একটি বিষয়।

পৌরনীতিতে নাগরিক জীবনের সামগ্রিক দিক ফুটে উঠে। আর সুশাসন পৌরনীতিরই একটি অংশ, যাতে নাগরিক শাসন সম্পর্কিত দিক তুলে ধরা হয়। এই দিক থেকে পৌরনীতি ও সুশাসন একই সূত্রে গাথা বলা হয়। পৌরনীতির উদ্দেশ্য হলো নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং উত্তম নাগরিক জীবনের দিক নির্দেশনা দেওয়া। আর সুশাসনের উদ্দেশ্য হলো শাসন প্রক্রিয়াকে চিন্তন ও কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা এবং নাগরিকদের উত্তম জীবন নিশ্চিত করা।

সুতরাং বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

Scanned with CamScanner